ব্রিকস নীতি পরিকল্পনা সংলাপ
(২৫-২৬ জুলাই, ২০১৬)

ব্রিকস নীতি পরিকল্পনা সংলাপ ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী শহর পাটনায় ২৬ জুলাই ২০১৬-তে সফলভাবে পর্যবসিত হল। সেখানে প্রতিটি দেশের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কৌশলগত মূল্যায়ন এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও তার প্রবণতা এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ তাৎক্ষণিক বিষয় প্রাত্যহিক কূটনীতি নিয়ে ফলপ্রসু মত বিনিময় হয়। এছাড়াও প্রতিনিধিবর্গ আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক শাসনের ক্ষেত্রে ব্রিকসের ভূমিকা, ব্রিকস ফোরামের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা এবং ব্রিকসের অভিসৃতি এলাকা শনাক্তকরণ নিয়ে। এই সংলাপ ভাল সুযোগ দিয়েছে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে বিদেশী নীতি পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ণ শেয়ার করার ক্ষেত্রে। এই আলোচনার গুণমান এবং সুযোগ নিশ্চিত করল ব্রিকসের তাৎপর্য, যে গোষ্ঠীতে একসঙ্গে রয়েছে বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ অর্থনীতি এবং বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ।

২০১৬ এর ব্রিকসের সভাপতি হিসাবে পাটনায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় ভারতের ভূমিকা ভারত-ব্রিকস সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও মজবুত করতে পাঁচ দফার প্রস্তাব—

a) ব্রিকস-এর সহযোগিতা বজায় রাখতে এবং গভীর করতে প্রতিষ্ঠান ভবন।

b) ফোর্তলেজা এবং উফা শিখর সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা-সহ পূববর্তী সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন।

c) বিদ্যমান সহযোগিতার প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্যকর মেলবন্ধন।

d) নতুনত্ব অর্থাৎ নতুন সহযোগিতার প্রক্রিয়া; এবং

e) ধারাবাহিক অর্থাৎ, উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিদ্যমান ব্রিকস সহযোগিতা পদ্ধতির ধারবাহিকতা, সংক্ষেপে বলতে গেলে

‘IIIIC বা I4C’ -এর উদ্দেশ্য।

প্রতিনিধি দলের প্রধানরা পাটনায় থাকার সময় সাক্ষাৎ করেন বিহারের মাননীয় রাজ্যপাল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। কিছু প্রতিনিধি নালন্দা এবং রাজগির-এর মতো পাটনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করার সুযোগ নিয়েছিলেন।

রাজধানী ছাড়িয়ে ব্রিকসের পদাঙ্ক সম্প্রসারণ এবং জনমানসে ব্রিকসের উন্নত সচেতনতা প্রচারের জন্য পাটনায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিনিধিরা তাদের প্রতি উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য বিহারের রাজ্য সরকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

নয়াদিল্লি

জুলাই ২৬, ২০১৬